‘সবকিছু এখনই শেষ হয়ে যায়নি, অনেক কিছুই করার এবং দেয়ার আছে জীবনে’

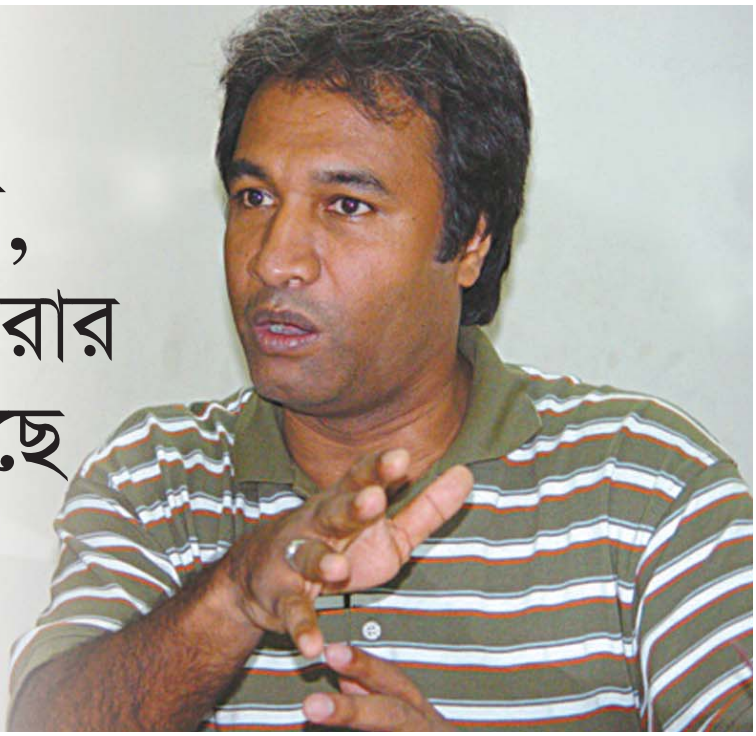

শফিকুল ইসলাম মানিক
সাবেক কোচ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়াচক্র

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জব্বার হোসেন**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনাকে মুক্তিযোদ্ধা থেকে অব্যাহতি দেবার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

শফিকুল ইসলাম মানিক : আমি ৯ বছর ধরে মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়াচক্রের সঙ্গে জড়িত। তাদের এ ধরনের আচরণ আমার কাছে মনে হয় পূর্বপরিকল্পিত। কোটান তো একদিনে আসতে পারেন না। তার মানে তাদের পুঞ্জীভূত একটি ক্ষোভ ছিল আমার প্রতি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো দুঃখজনক। আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এতো ভালো ছিল যে, আমার চিন্তার বাইরে মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়াচক্রের কোনো কাজ হতো না। আমার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা মনগড়া। তারা আমাকে একটি চিঠি দিয়েছে। সেখানে উল্লেখ ছিল দলের বর্তমান পারফরমেন্স খারাপ কেন এটা তিন দিনের মধ্যে জানাতে। প্রতিবেদনটি ভালোভাবে করার জন্যই আমি তিনদিনের জায়গায় চারদিন সময় নিয়েছিলাম। এটাকে তারা এখন উল্লেখ করেছে উদাসীনতা। তাদের উদ্দেশ্যটা যে খারাপ ছিল এটা আমার বোঝার ক্ষমতা ছিল না। আমি বিষয়গুলোকে হালকাভাবে নিয়েছি সম্পর্কের কারণে। কবির ভাই, শাহ্ আলম চৌধুরীর সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক। ভেবেছিলাম প্রতিবেদনটি একদিন পরেই দেই। এই তিন দিন বাসা থেকে ক্যাম্প আর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড- এ পর্যন্ত যাতায়াত ছিল। যার কারণে আমি সময়ই পাইনি। আমার মনে হচ্ছে উদ্দেশ্যটাই ছিল প্রতিশোধমূলক পুঞ্জীভূত কোনো ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। আমি যাই করতাম কোটান তো আসতোই। সময়মতো প্রতিবেদন দিলেও আসতো। তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াতো? আমার অনুপস্থিতিতে সে এখন কোচ। এর মাঝে সময়টাও এক-দুদিনের বেশি নয়। তার মানে তারা এটাই করতো। প্রতিবেদন দিলে হয়তো বুঝিয়ে বলতো কোটান আসছে তুমি সরে যাও। অথবা বলতো তার সঙ্গে কাজ করতে। এ দুটোই আমার জন্য সম্ভব ছিল না। আমি মনে করি আমাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

২০০০ : তাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ-গুলো কি কি?

মানিক : তাদের অভিযোগগুলো ছিল খামখেয়ালিপনা, ক্রীড়া পরিচালনায় উদাসীনতা। পারফরমেন্সের কথা বলেনি। কোনোভাবেই দেখাতে পারবে না পারফরমেন্স খারাপ। প্রতি বছরই ট্রফি পেয়েছি। এ বছরই দুটি ট্রফি আছে। একটা চ্যাম্পিয়ন, অন্যটি রানার্সআপ। গত বছরের শেষ টুর্নামেন্টেও আমরা টাইব্রেকারে হেরে রানার্সআপ হয়েছি। এ রকম ধারাবাহিকতা থাকার কারণে পারফরমেন্স ইস্যুটা তুলে ধরতে পারবে না। এখন লীগ চলছে। মোহামেডান ৪ পয়েন্ট এগিয়ে। ওদের ৭ খেলায় পয়েন্ট ১৭। আমাদের ৭ খেলায় ১৩ পয়েন্ট। এই পর্বে ৪ পয়েন্টের ব্যবধান থাকবেই। দু'দলেরই দুটি করে ছোট ম্যাচ আছে। সে ক্ষেত্রে পরবর্তী রাউন্ডে ম্যাচ বাকি ৯টি। সেখানে মোহামেডানের সঙ্গে মোকাবেলা আছে। মুক্তিযোদ্ধা আউট অব রেস- এটা কোনোভাবেই বলা যাবে না। এ জন্য পারফরমেন্সের ব্যাপারটি তারা কোনোভাবেই আনতে পারেনি। প্রতিবেদনটি সময়মতো জমা দেইনি। এটাকেই কারণ দেখিয়েছে। মাঠে ম্যাচ চলার সময় আমি মোবাইলে ফোন রিসিভ করতাম না। আমি মনে করি এতে মনোযোগ নষ্ট হয়। সেক্রেটারি সাহেব আমাকে কয়েকবার ফোন করেছে, আমি ধরিনি। তারা মনে করেছে আমি তাদের অবজ্ঞা করেছি। আসলে তা নয়।

আর শৃঙ্খলাবিরোধী বলেছে কারণ আমি চিঠির জবাব দেইনি। আমার মনে হয় এটা কোনো ইস্যু নয়। আমার কাছে মনে হয়েছে কিছুদিন যাবৎ আমি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে কথা বলছিলাম। কিছুদিন আগে আমি রেফারিদের বিরুদ্ধে প্রেস কনফারেন্স করেছি। প্রেস কনফারেন্সের পরদিন অর্থাৎ ২৭ জুন ছিল ব্রাদার্সের সঙ্গে খেলা। ২৫ জুন চেয়ারম্যান প্রেস কনফারেন্স করতে বলেন। এটা ওনারাই অর্গানাইজ করেছেন এবং সেন্ট্রাল কমান্ড কাউন্সিল অফিসেই প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল। এখন তারা বলছে এতে তাদের মত ছিল না। আমার ওপরই দোষটা চাপিয়ে দিল। অথচ কথাগুলো কিন্তু তাদেরই। কারণ তারাই আমাকে অনুমতি দিয়েছে। সব আয়োজন ছিল কর্তৃপক্ষের। অথচ পরমুহূর্তেই বলছে এটা মানিকের কনফারেন্স ছিল।

যেদিন আমার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সেদিন তাদের ৩টায় মিটিং ছিল। পৌনে ৩টার দিকে চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে ফোন করেন। বলেন, মনে হয় আপনাকে আমরা আর রাখব না। আপনি চাইলে নিজ থেকে

রেজিগনেশন দিতে পারেন। প্রথম পর্বের জন্য সময় চাইলেও তারা সময় দিতে রাজি হলেন না। তিনি মহাসচিব সাহেবের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাল। ৫টার দিকে তারা ব্যাপারটা ঘোষণা দিয়ে ফেলেন। আমার বিরুদ্ধে ঠুনকো অভিযোগগুলোকে তারা বিরাট আকারে প্রকাশ করেছেন।

২০০০ : এই ঘটনার সঙ্গে ফেডারেশনের কেউ জড়িত আছে বলে কী আপনি মনে করেন?

মানিক : এটার পেছনে ফেডারেশনের কিছু লোক জড়িত। ফুটবল অঙ্গনের কিছু লোকও জড়িত আছে। আমাকে মুক্তিযোদ্ধা থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র কাজ করছে। ক্লাব কর্মকর্তারা কেউ টেকনিক্যাল ম্যান না। ভেতর থেকে আসা নিজস্বতাও নেই। বিভিন্ন কারণে ফেডারেশনের কাছে মুক্তিযোদ্ধা একটি চ্যালেঞ্জ। মুক্তিযোদ্ধা ফেডারেশনের কাছে বর্তমানে পথের কাঁটা হয়ে দেখা দিয়েছে। হয়তো ওনারা যা চাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেখানে বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। হয়তো ফেডারেশনের কর্মকর্তারা আমার কর্মকর্তাদের শেষ মুহূর্তে বোঝাতেসক্ষম হয়েছেন মানিকই বোধহয় ক্লাবটির আরো বেশি সাফল্যের অন্তরায়।

২০০০ : বাইরে যাদের কথা বলছেন, তারা কারা?

মানিক : প্রভাবশালী কিছু লোক, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কেউ। আমি রেফারিদের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। ফেডারেশনের ভালোমন্দের বিষয়ে কথা বলেছি। ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট আমাকে প্রেসের মাধ্যমে এর উত্তর দিয়েছে। ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট রেফারিদের হয়ে প্রেস মাধ্যমে এভাবে রি-অ্যাক্ট করা তার উচিত হয়নি। অর্থাৎ তারও আমার প্রতি ক্ষোভ আছে। সে ব্যাপারটা ভালোভাবে নেয়নি। সে ক্ষেত্রে অন্য কাউকে দিয়ে প্রতিবাদটা কারাতে পারতো। আমি তো তাকে দায়ী করিনি। তিনি কেন রিঅ্যাক্ট করবেন? ফেডারেশনের কর্তারা ভাবছেন, তারা ফুটবলে নবজাগরণের কথা বলছেন। এ সময় মানিক কেন উল্টো কথা বলেছে?

২০০০ : আপনি রেফারিদের সম্পর্কে কি বলেছিলেন?

মানিক : আমি বলেছিলাম রেফারিরা প্রভাবমুক্ত নয়। তারা ফেডারেশনের কোনো কর্মকর্তাদের প্রভাবে খারাপ রেফারিং করে। আসলে তাদের মান খারাপ নয়। তারাই স্বীকার করে, দেশের বাইরে তারা ভালো ভালো ম্যাচগুলো পরিচালনা করছেন। আমি সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলেছি, আমাদের দেশে আসলে তারা এত বিতর্কিত হয় কেন? আমার যুক্তিতে আমি মোহামেডানের বিরুদ্ধে কথা বলেছি। তারা আমাদের সঙ্গে ১-০ গোলে জিতেছে। এর কারণ হিসেবে আমি দেখিয়েছি রেফারিদের। তাদের গোলটা ছিল অফসাইড। আমাদেরটা ছিল অনসাইড। সেদিন প্রেস কনফারেন্সে এটাই ভিডিও ফুটেজে আমি দেখিয়েছি। রেফারিরা প্রভাবিত হয়ে কাজটা করেছে। এ কথাটা বলাই হয়তো আমার জন্য খারাপ হলো। আমি মনে করি, আমি চক্রান্তের শিকার।

২০০০ : আপনি পাতানো খেলার কথা বলেছিলেন...

মানিক : আমার কর্মকর্তারা বলেছেন, আমি কথা রাখি না। তাদের কথার কোনো গুরুত্ব দেই না। সে দিন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলায় চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে বললেন, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ড্র ম্যাচ খেলতে। আমি সরাসরি বলেছি, দেশের মাঠে খেলা, সবাই আশা করছে আমরা ভালো খেলবো। তাছাড়া ইস্টবেঙ্গলের কোচও আমাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেন। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি, আমাদের চ্যালেঞ্জটা নেয়া উচিত। ওদের সঙ্গে

আমি বলেছিলাম রেফারিরা প্রভাবমুক্ত নয়। তারা ফেডারেশনের কোনো কর্মকর্তাদের প্রভাবে খারাপ রেফারিং করে। আসলে তাদের মান খারাপ নয়। তারাই স্বীকার করে, দেশের বাইরে তারা ভালো ভালো ম্যাচগুলো পরিচালনা করছেন

আমাদের খেলে জেতা উচিত। আমরা চেষ্টা করব। এ খেলায় যখন আমরা হেরে যাই, আমার কর্মকর্তারা আমার সঙ্গে কয়েক দিন কথা বলেনি। বলে, দেশের মাটিতে ড্র হলে ইজ্জত থাকতো। এসব ব্যাপারে তাদের কাছে আমি খারাপ। কোচ হিসেবে খেলোয়াড়দের এ কথা বলাটা উচিত হবে না। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদগুলো না দিলে হয়তো আমিও প্রকাশ করতাম না। এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ কাজটি করিনি নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্য।

২০০০ : আপনার কি মনে হয়, দেশে এখনো পাতানো খেলা হয়?

মানিক : পাতানো খেলার সঙ্গে জড়িত একটি চক্র আছে বলে আমি শুনেছি। এতদিনে পাতানো খেলা অনেক কমে গেছে বলে আমি মনে করি। আমি যতটুকু শুনেছি, গত লীগেও কিছু পাতানো খেলা হয়েছে। এটা হয়তো আগামীতে পাতানো খেলা আর থাকবে না।

২০০০ : আপনার পাওনা টাকার ব্যাপারে কর্মকর্তারা কি বলেছেন?

মানিক : সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, তাদের সঙ্গে আমার কোনো লিখিত চুক্তি ছিলো না। ভালো সম্পর্কের কারণেই এটা হয়েছে। সব ব্যাপারেই আমার গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাই নিজের জন্য চুক্তি করার কথাটা ভাবিইনি। এ বছর তাদের সঙ্গে চুক্তি ছিল ৬ লাখ টাকার। গত বছরের ৫ লাখ টাকার পুরোটা কিছুদিন আগে পেয়েছি। তবে আমি এ বছরের বকেয়া টাকা পাই। অবশ্যই পাই। তারা বলেছেন টাকাটা দিয়ে দেবেন। আমার বিশ্বাস, পারিশ্রমিক নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত তারা নেবেন না। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, আমি ক্লাবকে বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। বেশি দিলেই হয়তো এরকম সমস্যা দেখা দেয়।

২০০০ : দলগুলোর রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে কিছু বলবেন?

মানিক : আগে ক্রীড়া সংগঠকদের ভূমিকা অনেক বেশি ছিল। সেখানে রাজনীতিকরা মূলত পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এখন বেশির ভাগ ক্লাব সরকারি-বিরোধীদল এ দুটো ধারায় বিভক্ত। গত সরকারের আমলে মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়াচক্রের কর্মকর্তারা মূলত আওয়ামী লীগ মতাদর্শের ছিলেন। এখন আবার ব্যাপারটা উল্টো। বিএনপির যেকোনো দলীয় কার্যক্রমে তারা যান। এখন মূল সমস্যাটা হলো ক্রীড়া সংগঠক কমে গেছে। সত্যিকার অর্থেই ক্রীড়া সংগঠন কমে গেছে। কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি ক্রীড়া সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকায় ক্রীড়া সংগঠকরা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন। এ ব্যাপারে ক্রীড়া সংগঠকরা মূল পৃষ্ঠপোষকতায় যারা জড়িত তাদের মতামতকেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

২০০০ : আপনার এই ঘটনার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

মানিক : এ মুহূর্তে ব্যাপারটি নিয়ে আমি ভাবছি না। তবে প্রসঙ্গটি উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই ভাববো। প্রয়োজনে মুখ খুলবো।

২০০০ : আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখন কি?

মানিক : আপাতত কয়েক দিন বিশ্রাম নেব। গত ডিসেম্বরে আমেরিকা গিয়েছিলাম বেড়াতে। ২৬ ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্রাম বলতে কিছু পাইনি ক্লাবের জন্য। বিশ্রাম শেষে সিদ্ধান্ত নেব আমি কি করবো। কয়েকটি লক্ষ্য স্থির করেছি। নর্থ আমেরিকান স্পোর্টস কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন আমাকে ফুটবল একাডেমী করার ব্যাপারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন। তাদের সহযোগিতা পেলে কাজটা হয়তো শুরু করবো। অন্য কোনো দল যদি আমাকে নিয়ে কাজ করতে চায়, তাহলে আমি হয়তো আবার কোচিংয়ে ফিরে আসতে পারি। ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে আমি অনেক দিন ধরে কাজ করেছি। এটাও ভবিষ্যতে করতে পারি। তবে সবকিছুই এখনো শেষ হয়ে যায়নি। অনেক কিছুই করার এবং দেয়ার আছে জীবনে।

অনুলিখন : **হাসান জামান**